দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JUL 1988

পৃষ্ঠা 3 কলাম 5

সমস্যা জর্জরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত

জরাজীর্ণ ও ব্যবহারের অনুপযোগী স্কুল গৃহ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুল গৃহ পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা না হওয়া ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) : মীর্জাগঞ্জ উপজেলা সদরের সুবিদখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমস্যার অন্ত নাই। বিদ্যালয় ভবনটি একেবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়ায় তিন বৎসর পূর্বে সরকারীভাবে উহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সম্প্রতি ইউনিসেফ কর্তৃক বিদ্যালয়টির জন্য নির্মিত ২ কক্ষ বিশিষ্ট সম্প্রসারণ কক্ষে এবং বিদ্যালয়ের বারান্দায় ও সংলগ্ন মাঠে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস নেওয়া হইতেছে। বিদ্যালয় ভবনটি যে কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের দেয়ালে বড় বড় ফাটল ধরিয়াছে। ছাদের আস্তর খসিয়া রড বাহির হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে ছাদ ধসিয়া ৬জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। বিদ্যালয়ে ৮৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ৯জন শিক্ষক রহিয়াছেন। ইহাছাড়া প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্লাক বোর্ড এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। মীর্জাগঞ্জ উপ-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

বিদ্যালয়ে লেখাপড়া

(৩য় পৃঃ পর)

জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, বিদ্যালয়টি সংস্কার ও মেরামতের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বহু লেখালেখি করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না।

কুমিল্লা : দেবীদ্বার উপজেলার রাজামেহার উত্তর ইউনিয়নের ঢ.লাশ ও উখারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩ সালে সরকারীকরণ করা হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৭৫ জন। শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৪ জন। এলাকার একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৮৭ সালে বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর আর পুনঃ নির্মাণ করা হয় নাই। সরকারী বীজাগার ও কমিউনিটি হলে বর্তমানে ক্লাস চলিতেছে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে। বিদ্যালয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি জানান, উপজেলা হইতে ৪ হাজার ২শত টাকা পাওয়ার পর কাঠের চালের কাঠামো তৈরী করা হইয়াছে, কিন্তু ছাউনী দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

রূপগঞ্জ : রূপগঞ্জ উপজেলার মাঝিনা নদীর পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অর্ধেক পাকা এবং অর্ধেক টিন শেড। দীর্ঘদিনেও পাকা অংশের চুনকাম করা হয় নাই। টিন শেড অংশের টিনের ফুটা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে-বিদ্যালয় গৃহের দরজা-জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় টুল বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব দীর্ঘদিনের।

লালমনিরহাট : ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ঈশ্বর বরুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির দীর্ঘদিনেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ভাঙ্গা বেড়া ও টিনের চালার উপর কোন রকমে স্কুল গৃহটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং শ্রেণী কক্ষের অভাবসহ নানা সমস্যার মধ্য দিয়া স্কুলটি কোন রকমে টিকিয়া আছে। ১৯৮৬সালের ১৫ই নভেম্বর স্কুলটি সরকারীকরণের নির্দেশ পাইলেও অজ্ঞাত কারণে বিষয়টি ফাইল চাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

এদিকে ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ৫৫টি মাদ্রাসা নানা সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। আর্থিক সংকট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই পুস্তকের অভাবসহ নানা সমস্যার দরুন এই সকল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

মাধবপুর : মাধবপুর উপজেলার দক্ষিণ বেজুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৭০ জন। শিক্ষক আছেন মাত্র ২ জন। অথচ পূর্বে ৪ জন শিক্ষক ছিলেন।